মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

অধ্যায়: ১

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ▶১ 'পৌরনীতি ও নাগরিকতা' বিষয়টি আমরা কেন পাঠ করি, শ্রেণিশিক্ষকের এমন মন্তব্যে ক্লাসের শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। যেমন-

নিলুফার মত: নাগরিকের অধিকার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানার জন্য।

আরাফাতের মত: রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কে জানার জন্য।

রিমার মত : স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানার জন্য। *◀ শিখনফল-২*

ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ই.এম. হোয়াইটের মতে পৌরনীতি কী? ১

খ. শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয় কাকে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'আরাফাতের বক্তব্যে রাষ্ট্র গঠনের বিভিন্ন উপাদান নিহিত'— উক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. নিলুফা ও রিমার বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ই.এম. হোয়াইটের মতে, পৌরনীতি হলো জ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা, যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

খ শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয় পরিবারকে।

বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই শিশুরা পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হয়। মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলির শিক্ষা লাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। পরিবারে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বলে একে শাশ্বত বিদ্যালয় বা জীবনের প্রথম পাঠশালা বলা হয়।

গ আরাফাতের বক্তব্যে রাষ্ট্র গঠনের বিভিন্ন উপাদান নিহিত-উক্তিটি সঠিক।

রাষ্ট্র কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো- জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এ সমস্ত বিষয় বা উপাদান পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। অন্যদিকে নাগরিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যেমন— পরিবার, সমাজ, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। এদের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যাবলি পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি আমরা কেন পাঠ করি, শ্রেণিশিক্ষকের এমন মন্তব্যে আরাফাত বলে রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কে জানার জন্য আমরা পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি পাঠ করি। আরাফাতের এরূপ বক্তব্যে রাষ্ট্র গঠনের বিভিন্ন উপাদান নিহিত। কেননা রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পর্কিত আলোচনায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি, উপাদান, প্রকৃতি, কার্যাবলি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। সুতরাং বলা যায়, আরাফাতের বক্তব্যে রাষ্ট্র কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘ নিলুফা ও রিমার বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে যথার্থ নয়।

পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা যায়। তাছাড়া সুনাগরিকতার বৈশিষ্ট্য, সুনাগরিকতা অর্জনের প্রতিবন্ধকতা এবং তা দূর করার উপায় পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন— পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। তাছাড়া সামাজিক মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য, সংবিধান, জনমত প্রভৃতি পৌরনীতি ও নাগরিকতার আলোচ্য বিষয়। এছাড়া স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গঠন, কার্যাবলি, অবদান এবং নাগরিকের সাথে এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নিয়ে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে। যেমন— অতীতে নাগরিকতা কীভাবে নির্ণয় করা হতো, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য কেমন ছিল, বর্তমানে নাগরিকের মর্যাদা কীরূপ— এসবের উপর ভিত্তি করে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি আমরা কেন পাঠ করি, শ্রেণিশিক্ষকের এরূপ মন্তব্যে নিলুফা বলে, নাগরিকের অধিকার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানার জন্য। অন্যদিকে রিমা বলে, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানার জন্য। নিলুফা ও রিমার এরূপ বক্তব্যে পৌরনীতি ও নাগরিকতার আলোচ্যসূচির বেশকিছু বিষয় প্রকাশিত হলেও সম্পূর্ণ বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়নি। তাই নিলুফা ও রিমার বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ▶২ বাবা-মা, তিন ভাই ও এক বোন নিয়ে শিমুর পরিবার। এই পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সব সদস্যের পরামর্শে হয়ে থাকে। পরিবারের সবাই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে এবং ছোটরা বড়দের অনুগত থাকে। *◀ শিখনফল-৩*

ক. বংশগণনা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার কত প্রকার? ১

খ. কেন আইন মান্য করা উচিত? ২

গ. উদ্দীপকে শিমুর পরিবারে কোন ধরনের কাজ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কাজ ছাড়াও পরিবারের আরো অনেক কাজ রয়েছে—কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বংশগণনা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পরিবার দুই প্রকার। যথা— পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

খ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইন মান্য করা উচিত।

জনগণের আইন মান্য করার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মত দিয়েছেন। ইংরেজ দার্শনিক টমাস হব্‌স (Thomas Hobbes), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham), জন অস্টিন (John Austin) প্রমুখ বলেন— মানুষ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে। কেননা আইন ভঙ্গ করলে অভিযুক্ত হতে এবং শাস্তি পেতে হয়। ইংরেজ দার্শনিক এবং চিকিৎসক জন লক (John Locke) বলেন, 'যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক।' অতএব বলা যায়, ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে আইন মান্য করা উচিত।

গ উদ্দীপকে শিমুর পরিবারে এক ধরনের 'রাজনৈতিক কাজ' প্রতিফলিত হয়েছে।

পরিবারে সাধারণত মা-বাবা কিংবা বড়-ভাই বোন অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। ছোটরা তাদের আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ বা মান্য করে চলে। বড়রাও ছোটদের অধিকার রক্ষায় কাজ করেন। পরিবারের বড় সদস্যরা ছোটদেরকে বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের শিক্ষা দেন, যা তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। এভাবে পারিবারিক শিক্ষা ও নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে পরিবারেই একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক শিক্ষা শুরু হয়। এ শিক্ষা পরবর্তী সময়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কাজে লাগে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংগঠন, সমাজ, রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা নবীন সদস্যদের রাজনীতি সচেতন করে তোলে। এগুলো পরিবারের 'রাজনৈতিক কাজ'।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, বাবা-মা, তিন ভাই ও এক বোন নিয়ে শিমুর পরিবার। এই পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সব সদস্যের পরামর্শের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। পরিবারের সবাই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে এবং ছোটরা বড়দের অনুগত থাকে। রাজনীতির অঙ্গনে এ কাজগুলোই আরো অনেক বড় পরিসরে ঘটে থাকে। কাজেই বলা যায়, শিমুর পরিবারের এই কাজগুলো 'রাজনৈতিক কাজের' সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত 'রাজনৈতিক কাজ' ছাড়া পরিবারের আরও অনেক কাজ রয়েছে।

পরিবারের অন্যতম প্রধান কাজ হলো সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করা। একে পরিবারের 'জৈবিক কাজ' বলা হয়। শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগেই সাধারণত পরিবার তাকে বর্ণমালা, মৌলিক শিষ্টাচার ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়। শিশু পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেই উদারতা, সততা, করুণা, সহানুভূতি ইত্যাদি মানবিক গুণ অর্জন করে। এগুলো পরিবারের 'শিক্ষামূলক কাজে'র অন্তর্ভুক্ত। পরিবারের অভিভাবক বা জ্যেষ্ঠ সদস্যরা উপার্জনের মাধ্যমে সদস্যদের ভরণ-পোষণসহ বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে। এগুলো পরিবারের 'অর্থনৈতিক কাজ'। আমরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, বেড়াতে যাওয়াসহ বিভিন্নভাবে আনন্দ উপভোগ করি। এগুলো পরিবারের 'বিনোদনমূলক কাজ'। আবার পরিবার মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে সদস্যদের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। মূলত পরিবার থেকেই শিশু সহনশীলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণের শিক্ষা লাভ করে, যা তাদের মানবিক দিককে সমৃদ্ধ করে। এগুলো পরিবারের 'মনস্তাত্ত্বিক কাজ'। পরিবার তার সদস্যদের নৈতিক শিক্ষাও দেয়। যেমন- সত্যি কথা বলা, মিথ্যা পরিহার করা, পরচর্চা না করা, অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিস না নেওয়া ইত্যাদির শিক্ষাদান পরিবারের 'নৈতিক কাজের' অন্তর্ভুক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের রাজনৈতিক কাজ ছাড়া পরিবারের আরও অনেক কাজ রয়েছে। পরিবারের উন্নতির অর্থ হলো গোটা সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নতি। তাই পরিবারের সব কাজকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে পরিবারের বন্ধন অটুট থাকবে।

প্রশ্ন ▶৩ জাকিরের পরিবারের কর্তা হলেন তার বাবা। বাবার পরিচয়েই তারা পরিচিতি লাভ করেছে। পরিবারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাকিরের বাবার কথাই মুখ্য। তিনিই সন্তানদের সব ব্যয়ভার এবং পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করেন। তাই যেকোনো প্রয়োজনের কথা জাকির ও তার ভাইয়েরা বাবার কাছেই জানায়। *◀ শিখনফল-৩*

ক. মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে কে নেতৃত্ব দেন? ১

খ. রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জাকিরের পরিবারকে পরিবারের শ্রেণিবিভাগের কোন নীতির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জাকিরের পরিবারটি কি পরিবারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদানে যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে নেতৃত্ব দেন মা।

খ রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অপরিহার্য, কেননা এটি ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ড হচ্ছে রাষ্ট্রের অপরিহার্য দ্বিতীয় উপাদান। প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত। ভূখণ্ড বলতে স্থলভাগ, জলভাগ ও তার ওপরের আকাশসীমাকে বোঝায়। রাষ্ট্রের জনগণের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। রাষ্ট্রের ভূখণ্ড ছোট বা বড় হতে পারে। যেমন— রাশিয়া আয়তনে অনেক বড় এবং ভুটান সে তুলনায় অনেক ছোট একটি রাষ্ট্র।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত জাকিরের পরিবারটি পরিবারের শ্রেণিবিভাগের 'বংশ গণনা ও নেতৃত্ব' নীতির ভিত্তিতে চিহ্নিত বলা যায়।

মূলত পরিবার হলো সামাজিক বা আইনগত বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত একটি ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সব মানুষই সাধারণত পরিবারে বাস করে। কিন্তু সব পরিবারের প্রকৃতি ও গঠন কাঠামো এক রকম নয়। কতগুলো নীতির ভিত্তিতে পরিবারের গঠন কাঠামোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন- ক) বংশ গণনা ও নেতৃত্ব খ) পারিবারিক কাঠামো এবং গ) বৈবাহিক সূত্র।

উপরের উদ্দীপকে পরিবারের 'বংশ গণনা ও নেতৃত্ব' গঠন কাঠামোটিকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখা যায়, জাকিরের পরিবারের কর্তা হলেন তার বাবা। আর বাবার পরিচয়েই সন্তানসহ পরিবারের বাকি সদস্যরা পরিচিতি লাভ করেছে। পরিবারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণেও জাকিরের বাবার কথাই মুখ্য। তিনিই সন্তানদের ও পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করেন। এ ধরনের পরিবার বংশ গণনা ও নেতৃত্ব নীতির অন্তর্ভুক্ত। এ নীতির ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানেরা পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিত হয়। পিতাই এ ধরনের পরিবারে নেতৃত্ব দেন। আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবার এ ধরনের। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত জাকিরের পরিবারটি বংশ গণনা ও নেতৃত্ব নীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত একটি পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জাকিরের পরিবারটি পরিবারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পেতে যথেষ্ট নয়।

উদ্দীপকের জাকিরের পরিবার বংশ গণনা ও নেতৃত্ব নীতির ভিত্তিতে গঠিত। এটি ছাড়াও পরিবারের শ্রেণিবিভাগের আরো দুটি নীতি রয়েছে। যথা— পারিবারিক কাঠামো ও বৈবাহিক সূত্র।

পারিবারিক গঠন কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা— একক ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার মা-বাবা ও ভাই-বোন নিয়ে গঠিত। এ ধরনের পরিবার ছোট হয়ে থাকে। যৌথ পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ পরিজন একত্রে বাস করে। যৌথ পরিবার বড় পরিবার। বাংলাদেশে উভয় ধরনের পরিবার রয়েছে। তবে যৌথ পরিবারের সংখ্যা বর্তমানে অনেক কম এবং তা ক্রমেই আরও কমছে। আবার বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে তিন ধরনের পরিবার লক্ষ করা যায়। যথা— একপত্নীক, বহুপত্নীক ও বহুপতি পরিবার। একপত্নীক পরিবারে একজন স্বামীর একজন স্ত্রী থাকে। আর বহুপত্নীক পরিবারে একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে। আমাদের বর্তমান সমাজে অধিকাংশ পরিবার একপত্নীক। এ দেশে

বহুপত্নীক পরিবার কয়েক দশক আগে অনেক থাকলেও বর্তমানে কদাচিৎ দেখা যায়। অন্যদিকে বহুপতি পরিবারে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকে। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবার দেখা যায় না এবং গোটা বিশ্বেই তা অতি বিরল।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের পরিবারটি পরিবারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আংশিক ধারণা দেয় মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ৪ সৈয়দ শফিক আহমেদ তার পুত্র সৈয়দ সৈকত আহমেদকে বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নিয়ে আসেন। প্রধান শিক্ষক সৈকত আহমেদের মাতার নাম ভর্তি বহিতে লিপিবদ্ধ করতে চাইলে সৈয়দ শফিক আহমেদ বলেন, আমার ছেলে আমার পরিচয়ে পরিচিত হবে। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর তিনি সৈকত আহমেদের মায়ের নামটি ভর্তি বহিতে লিপিবদ্ধ করেন।

◀ শিখনফল-৩ [সকল বোর্ড ২০১৫]

ক. পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. খুলনা রাষ্ট্র নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সৈয়দ শফিক আহমেদের সন্তান তার পরিচয়ে পরিচিত হওয়া কোন শ্রেণিভুক্ত পরিবারকে বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সৈয়দ শফিক আহমেদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা পরিবারের একটি আংশিক কাজমাত্র'।— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Civics'।

খ খুলনার জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, স্থানীয় সরকার রয়েছে কিন্তু কোনো সার্বভৌমত্ব না থাকায় খুলনা রাষ্ট্র নয়।
রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের চারটি উপাদান রয়েছে। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। খুলনা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের একটি বিভাগের নাম। রাষ্ট্রের চারটি উপাদান বিদ্যমান না থাকায় খুলনাকে রাষ্ট্র বলা যাবে না।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত সৈয়দ শফিক আহমেদের সন্তান তার পরিচয়ে পরিচিত হওয়া পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে বোঝায়।
পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানরা পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিত হয় এবং পিতা পরিবারের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। পরিবারের সামগ্রিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পিতা, স্বামী বা বয়স্ক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী হেনরি মেইন (Henry James Sumner Maine) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থাকে আদি ও অকৃত্রিম বলে উল্লেখ করেছেন।
উদ্দীপকের সৈয়দ শফিক আহমেদ তার পুত্র সৈয়দ সৈকত আহমদকে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য স্কুলে নিয়ে যান। ভর্তির সময় তিনি সন্তানকে নিজের পরিচয়ে পরিচিত করতে চান। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈকত আহমেদের মাতার নাম ভর্তি বহিতে লিপিবদ্ধ করার জন্য সৈয়দ শফিক আহমেদকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন এবং মায়ের নামটি সেখানে লিপিবদ্ধ করেন।
বাংলাদেশের প্রায় সব স্থানেই পিতৃপরিচয় প্রাধান্য লাভ করে। উদ্দীপকের সৈয়দ শফিক আহমেদের সন্তান তার পরিচয়ে পরিচিত হওয়া দ্বারা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের কাঠামোর প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ 'সৈয়দ আহমেদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা পরিবারের একটি আংশিক কাজ মাত্র'- উক্তিটি যথার্থ—
পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য পরিবার বহুবিধ কাজ করে । উদ্দীপকের সৈয়দ আহমদ তার সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে যাওয়া পরিবারে একটি শিক্ষামূলক কাজ। পরিবারকে সমাজজীবনের শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয়। কেননা শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই বর্ণমালার সাথে পরিচিত হয়। ফলে পরিবারের সাহায্য ও সহযোগিতায় তার প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হয়। শুধু তাই নয় শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষা, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদেরকে ভালবাসার শিক্ষা পরিবার থেকে লাভ করে। তাই শিশুর শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবতাবোধের শিক্ষা পরিবারের মতো অন্যকোনো প্রতিষ্ঠান দিতে পারে না। সন্তানকে স্কুল ভর্তি করানোর মাধ্যমে সৈয়দ আহমদ পরিবারের শিক্ষামূলক কাজটি সম্পন্ন করেছেন।
তবে পরিবার শুধু শিক্ষামূলক কাজই সম্পাদন করে না। এ কাজটি কাজ ছাড়াও পরিবার (জৈবিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক, বিনোদনমূলক ইত্যাদি কাজ করে থাকে। এর ফলে শিশু বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, সততা, উদারতা, বড়দের আনুগত্য করা, ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন ইত্যাদি বিষয় পরিবার থেকেই শেখে।
অতএব বলা যায়, সৈয়দ আহমেদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা পরিবারের একটি আংশিক কাজমাত্র।

প্রশ্ন ▶ ৫ 'কাতার ভিলা' ঢাকার একটি তিনতলা ভবনের নাম। এ ভবনের প্রথম তলায় জনাব কুদরত সাহেব তার স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্র মামুনকে নিয়ে বসবাস করেন। দ্বিতীয় তলায় জনাব বজলু সাহেব তার স্ত্রী ও বিবাহিত পুত্রসহ বসবাস করেন। বজলু সাহেবের পুত্রের একটি ৭ বছরের কন্যাও তাদের সাথে থাকে। তৃতীয় তলায় কেউ বাস করেনা।

◀ শিখনফল-৩ [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]

ক. নাগরিকতা কাকে বলে? ১
খ. সরকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. আকারের ভিত্তিতে কাতার ভিলার পরিবার দু'টির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'কাতার ভিলায় আকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক ধরনের পরিবার অনুপস্থিত' পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে একজন ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পায় তাকে নাগরিকতা বলে।

খ সরকার বলতে সেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালিত হয়।
সরকারের মাধ্যমেই একটি দেশের জনগণ তথা রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সরকার শব্দটি সংকীর্ণ ও ব্যাপক এই দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলতে আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বোঝায়। আর ব্যাপক অর্থে সরকার বলতে দেশের সব নাগরিককে বোঝায়। সব রাষ্ট্রে সরকারের মৌলিক গঠন একই রকম হলেও রাষ্ট্রভেদে এর রূপ ভিন্ন হয়। যেমন— বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান।

গ আকারের ভিত্তিতে 'কাতার ভিলা'য় বসবাসকারী পরিবার দু'টির মধ্যে কুদরত সাহেবের পরিবারটি হলো একক পরিবার। আর বজলু সাহেবের পরিবারটি বর্ধিত পরিবার।
আমরা সবাই পরিবারে বাস করি। কিন্তু সব পরিবারের আকার ও গঠন কাঠামো এক রকম নয়। কতগুলো নীতির ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন— কর্তৃত্বের ভিত্তিতে, বংশপরিচয় ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে, বিবাহোত্তর বাসস্থানের ভিত্তিতে, আকারের ভিত্তিতে, স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে এবং পাত্র-পাত্রী

নির্বাচনের ভিত্তিতে। এগুলোর মধ্যে আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন প্রকার। যথা- একক, বর্ধিত এবং যৌথ পরিবার।
উদ্দীপকের 'কাতার ভিলা'র প্রথম তলায় কুদরত সাহেব তার স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্রকে নিয়ে বাস করেন। অর্থাৎ এটি একক বা অনু পরিবার। আর দ্বিতীয় তলায় বজলু সাহেব তার স্ত্রী, বিবাহিত পুত্র ও পুত্রের সন্তানসহ বসবাস করেন অর্থাৎ এটি বর্ধিত পরিবার। অনু বা একক পরিবার স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশের শহর এলাকায় এ ধরনের পরিবারই বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে বর্ধিত পরিবার অনুপরিবারের তুলনায় আকারে বড় হয়। এ ধরনের পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, তাদের বিবাহিত সন্তান এবং নাতি-নাতনীরা একত্রে বসবাস করে। বাংলাদেশের সমাজে বর্ধিত পরিবারের সংখ্যা বর্তমানে অনেক কম এবং তা ক্রমেই আরও কমছে।

ঘ 'কাতার ভিলায়' আকারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা তিন ধরনের পরিবারের মধ্যে 'যৌথ পরিবার' অনুপস্থিত রয়েছে।
বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বা একাধিক পুরুষ ও মহিলা, তাদের সন্তান, পিতা-মাতা এবং অন্যান্য পরিজন নিয়ে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে পরিবার বলা হয়।
উদ্দীপকে একক ও বর্ধিত পরিবারের উদাহরণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু এখানে যৌথ পরিবার অনুপস্থিত। যৌথ পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ পরিজন একত্রে বাস করে। এ পরিবার বেশ বড় হয়। যৌথ পরিবার সুদৃঢ় আত্মিক ও সামাজিক বন্ধন এবং জাতিগত ঐতিহ্যের প্রতীক। বাংলাদেশ ও ভারতের হিন্দু সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি লক্ষ করা যায়। আবার বাংলাদেশের শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবারের সংখ্যা বেশি। তবে শিল্পায়ন ও নগরায়ন, অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে পরিবার কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজেই যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে।
ওপরের আলোচনায় স্পষ্ট, উদ্দীপকে উল্লেখ করা বাড়িটিতে একক ও বর্ধিত পরিবারের উপস্থিতি থাকলেও যৌথ পরিবার অনুপস্থিত।

প্রশ্ন ▶ ৬ রাষ্ট্র সম্পর্কে অনেকগুলো মত আছে। কীভাবে তার উৎপত্তি হয়েছে, পর্যায়ক্রমে একটি শক্ত কাঠামোর উপর দাঁড় হয়ে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তার একটি বাস্তব উদাহরণ হলো 'বাংলাদেশ'।

◀ শিখনফল-৪ [বরগুনা জিলা স্কুল]

ক. রাষ্ট্রের উত্তম সংজ্ঞা কে দিয়েছেন? ১
খ. সামাজিক চুক্তি মতবাদ কী? ২
গ. রাষ্ট্রের উপাদানগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে কোন মতবাদ সবচেয়ে উপযোগী বলে তুমি মনে কর – মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের উত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক গার্নার।

খ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ৪টি মতবাদের মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ অন্যতম।
সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল কথা হলো— সমাজে বসবাসকারী জনগণের পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যের অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে এবং নিরাপত্তার বিনিময়ে নিজেদের ওপর শাসন করার জন্য স্থায়ীভাবে শাসকের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে। ব্রিটিশ রাষ্ট্র দার্শনিক টমাস হবস্ ও জন লক এবং ফরাসি দার্শনিক জ্যঁ জ্যাক রুশো সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন।

গ চারটি উপাদানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। যথা— জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, সার্বভৌমত্ব ও সরকার। রাষ্ট্র গঠনের এই চারটি উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ।
জনসমষ্টি : রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান জনসমষ্টি। কোনো ভূখণ্ডে একটি জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস করলেই রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। তবে জনসংখ্যা যেকোনো পরিমাণের হতে পারে। যেমন— ভারতে ১৩৪ কোটি, আবার স্যান ম্যারিনোতে ১২ হাজারের কিছু বেশি।
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড : রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড আবশ্যক। ভূখণ্ড বলতে একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ ও আকাশসীমাকে বোঝায়। ভূ-খণ্ডের আয়তন ছোট বা বড় হতে পারে।
সার্বভৌমত্ব : রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। এটি রাষ্ট্রের চরম, পরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা।
সরকার : সরকার রাষ্ট্র গঠনের উপাদান। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলিই সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
রাষ্ট্র গঠনের জন্য উপরিউক্ত চারটি উপাদানই গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনোটিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়।

ঘ বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদটি সবচেয়ে উপযোগী বলে আমি মনে করি।
ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের মূল বক্তব্য হলো রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো- সংস্কৃতির বন্ধন, রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ ইত্যাদি। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সম্পর্কে ড. গার্নার বলেন, 'রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বল প্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।' রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। এ মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আসলে বর্তমানের রাষ্ট্র বহুযুগের বিবর্তনের ফল।
বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির সৃষ্টির পেছনে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদটি কাজ করেছে। একই ভাষা, একই সংস্কৃতির বন্ধন, বাঙালিদেরকে একটি আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাংস্কৃতিক বন্ধনের ভিত্তিতে বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। বাঙালি হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয়, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে। এই জাতীয়তাবোধ পরবর্তীতে নানান আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়। অবশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিও সৃষ্টি হয়েছে সাংস্কৃতিক বন্ধন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। যা ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের মূলকথা।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদটি সবচেয়ে উপযোগী।

প্রশ্ন ▶ ৭ তামিম নবম শ্রেণির ছাত্র। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় একদিন পাড়ার বন্ধুদের সাথে তার কথা কাটাকাটি হয় এবং এক পর্যায়ে হাতাহাতি হয়। ফলে তামিমের সাথে তাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে

যায়। একদিন তার বড় বোন শিল্পী তামিমকে বোঝাল যে, সমাজে সুন্দরভাবে বসবাস করতে হলে সামাজিকীকরণ খুব দরকার। সামাজিক জীব হিসেবে প্রত্যেক মানুষকে সমাজের পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে হয়। কারণ সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে না।

◀ শিখনফল-৪

ক. দ্বৈত নাগরিকতা কাকে বলে? ১
খ. বিধিবিধান বা নিয়ম-কানুনকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের প্রতি তুমি কী অবদান রাখতে পার? যুক্তি দেখাও। ৩
ঘ. সামাজিকীকরণ হচ্ছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলমান একটি প্রক্রিয়া- উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন ব্যক্তির একই সঙ্গে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে।

খ বিধিবিধান বা নিয়ম-কানুনকে আইন বলে।
আইন ফারসি শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Law। যার অর্থ স্থির বা অপরিবর্তনীয় এবং সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য মানুষকে রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিধি নিষেধ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এসব বিধি নিষেধ বা নিয়ম-কানুনকে আইন বলে। যা রাষ্ট্র তৈরি করে, অনুমোদন দেয় এবং বলবৎ করে। আইনের মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং এটি ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়।

গ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষকে নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। আর সমাজ মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবন দান করে। সমাজের মধ্যেই মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে বলে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ গড়ে তোলে। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল যথার্থই বলেছেন, মানুষ স্বভাবগত সামাজিক জীব, যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু, না হয় দেবতা। বস্তুত মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজে বসবাস করে এবং সামাজিক পরিবেশেই সে নিজেকে বিকশিত করে। ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠে। তাই সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের এ সকল বৈশিষ্ট্য যাতে টিকে থাকে সেদিকে আমি সজাগ দৃষ্টি রাখব।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত তামিমের বড় বোনের কথায় সামাজিকীকরণের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।
সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা মানব শিশু ক্রমশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। একটি শিশু যখন জন্মায় তখন সে একান্তই ইন্দ্রিয়সর্বস্ব প্রাণী। কারণ সে তখন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাড়িত হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে সে নানাভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজের উপযুক্ত সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রক্রিয়াটিই মূলত সামাজিকীকরণ।
সমাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি যখন এক পর্যায় হতে আরেক পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন তাকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে, নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। এ খাপ খাওয়ানো প্রক্রিয়ার ফলে তার আচরণে পরিবর্তন আসে। নতুন নিয়ম কানুন রীতিনীতি এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে তাকে জীবনব্যাপীই খাপ খাইয়ে চলতে হয়। পরিবার, খেলার সাথি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম প্রভৃতি উপাদান মানুষের সামাজিকীকরণে ভূমিকা রাখে। সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল তাই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সামাজিকীকরণের দ্বারা মানুষ সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলে। তাই মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে এ প্রক্রিয়া ততদিন যাবত চলতে থাকে। এজন্যই বলা হয় সামাজিকীকরণ হচ্ছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলমান একটি প্রক্রিয়া।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৮ ৯ম শ্রেণির ছাত্রী অরিনের প্রথম দিনের ক্লাসে শিক্ষক নাগরিকতা, সুনাগরিকের গুণাবলি, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতির ওপর আলোচনা করেছিলেন। ক্লাস শেষে অরিনের মনে হলো একজন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই এই বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার।

◀ শিখনফল-১

ক. ব্যাপক অর্থে পৌরনীতি কী? ১
খ. রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে সরকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শিক্ষক কোন বিষয় পড়াচ্ছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অরিনের মতো তুমিও কি মনে কর যে নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই এই বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাপক অর্থে পৌরনীতি হলো নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয়।

খ সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কারণ সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না।
সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রকাশিত এবং বাস্তবায়িত হয়। সরকারের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশিত হয়। সরকার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে। রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে— ব্যাখ্যা করো।

ঘ পৌরনীতি ও নাগরিকতার জ্ঞান প্রত্যেক নাগরিকের কেন থাকা প্রয়োজন? বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ৯ মিম তার বাবা-মায়ের সাথে ঢাকার মিরপুরে বসবাস করে। মিমের পিতা তাদের পরিবারের প্রধান এবং তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে সব কাজ সম্পাদিত হয়। কিন্তু টনির পরিবারে তার মা ঝর্ণা তাদের পরিবারের প্রধান এবং তার পিতার তুলনায় মা বেশি ক্ষমতার অধিকারী।

◀ শিখনফল-৩

ক. রাষ্ট্রের কোন বিভাগ অপরাধীকে শাস্তি দেয়? ১
খ. সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কর্তৃত্বের ভিত্তিতে উদ্দীপকের পরিবারগুলোর বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, টনির পরিবারের মতো পরিবার বাংলাদেশে খুবই কম? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অপরাধীকে শাস্তি দেয়।

খ সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।
সমাজ মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন মিটিয়ে উন্নত ও নিরাপদ সামাজিক জীবন দান করে। সমাজের মধ্যেই মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। সমাজকে সভ্য জীবনযাপনের আদর্শ স্থান মনে করে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সমাজ গড়ে তোলে। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) যথার্থই বলেছেন, 'মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব, যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু, না হয় দেবতা'। এসব কারণেই সমাজ ও মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ পরিবারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন ▶১০ প্রিন্স ও মনির সহপাঠী হলেও তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। প্রিন্স বাবা-মা ও ভাই-বোনদের সাথে বাস করে। মনিরও বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি ও চাচা-চাচির সাথে বাস করে। প্রিন্স ও মনির নিজ নিজ পরিবারের অসুবিধা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে। *◀ শিখনফল-৩*

ক. কে মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন? ১
খ. খাদ্যে ভেজাল বলতে কী বোঝ? ২
গ. প্রিন্সের পরিবার কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রিন্স ও মনিরের পরিবারের পার্থক্য আলোচনা কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ।

খ খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ।
খাদ্যে ভেজাল বলতে বোঝায়, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত না করে ক্ষতিকর, নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে তৈরি করা। ভালো ও উৎকৃষ্ট খাদ্যের সাথে নিকৃষ্ট কিংবা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা রং মেশানো হলেও তা ভেজাল বলে গণ্য হবে। মাছ, মাংস, ফল অথবা সবজিতে ক্ষতিকর ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন ও ফরমালিন মেশানো খাদ্যে ভেজালের উদাহরণ।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ একক পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ একক ও যৌথ পরিবারের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶১১ সরকারি কর্মকর্তা কামাল সাহেব স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাসহ নারায়ণগঞ্জে বসবাস করেন। তার স্ত্রী সংসারের কাজের পাশাপাশি কিছু কুটির শিল্পের কাজও করেন। আবার তারা সন্তানদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি পরম স্নেহে লালন-পালন করেন। *◀ শিখনফল-৩*

ক. টমাস হবস, জন লক এবং রুশো কোন মতবাদের সমর্থক? ১
খ. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কামাল সাহেবের পরিবারটি বৈবাহিক সূত্রের দিক থেকে কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কামাল সাহেবের পরিবারটি যে সব কাজ সম্পাদন করে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ দার্শনিক টমাস হবস্ (Thomas Hobbes) ও জন লক (John Locke) এবং ফরাসি দার্শনিক জঁ্য জ্যাক রুশো (Jean Jacques Rousseau) 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের প্রবর্তক।

খ যে পরিবারের কর্তা হিসেবে পিতা বা স্বামী বা বয়স্ক কোনো পুরুষ সদস্য থাকেন তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে।
পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার (যেমন আয়-ব্যয়ের নীতি ও কর্মপন্থা, সন্তানদের বিয়েশাদী, জমিজমা বা অন্য মূল্যবান সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত) দায়িত্ব পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যের ওপর ন্যস্ত থাকে। পুরুষের দিক থেকেই বংশপরিচয় গণনা করা হয়। এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থায় সন্তান-সন্ততিরা আদি পুরুষদের পদবি পায়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখা করো।

ঘ পরিবারের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶১২ ভারত সীমান্তে পুলিশ এক লোককে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের দায়ে আটক করে। আটককৃত লোকটি জানায় সে যেখান থেকে এসেছে সেখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি, আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গমাইল, গণতান্ত্রিক উপায়ে অঞ্চলটি পরিচালিত হয় এবং অঞ্চলটির পরিচালনা কমিটি সবকিছুর ওপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগের সামর্থ্য রাখে। তবে শুধু অধিক অর্থ উপার্জনের জন্যই সে এখানে এসেছে। *◀ শিখনফল-৪*

ক. শ্রীলঙ্কা কোন ধরনের রাষ্ট্র? ১
খ. 'মানুষের ওপর ধর্মের প্রভাব অপরিসীম'— কথাটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. আটককৃত লোকটির তথ্যে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে লোকটি কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তা হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব– পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রীলঙ্কা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র।

খ 'মানুষের ওপর ধর্মের প্রভাব অপরিসীম'— ধর্ম হলো মানুষের চেয়ে উচ্চতর এমন একটি শক্তিতে বিশ্বাসী যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং জনকল্যাণমূলক কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে থাকে। ধর্ম মানুষের মনে সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক নিয়ম মেনে চলা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের শিক্ষা দেয়। এছাড়া ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এজন্যই বলা হয় মানুষের ওপর ধর্মের প্রভাব অপরিসীম।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান— ব্যাখ্যা করো।

ঘ সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶১৩ একই গ্রামে বসবাসরত পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে সুরুজ আলী আর রহিম চাষি।। হাটে যেতে তাদেরকে নৌকায় নদী পাড়ি দিতে হয়। রহিম যেমন নৌকা দিয়ে সুরুজ আলীকে সাহায্য করে তেমনি সুরুজ আলীও হালের গরু দিয়ে রহিমকে সাহায্য করে। এটা তাদের মাঝে এক ধরনের অলিখিত চুক্তি। *◀শিখনফল-৫*

ক. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য একটি মতবাদের নাম লেখো। ১

খ. রাষ্ট্র সৃষ্টির সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটি রাষ্ট্র উৎপত্তির কোন মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মতবাদটিই কি রাষ্ট্র উৎপত্তির সঠিক মতবাদ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য একটি মতবাদ হলো– ঐতিহাসিক মতবাদ।

খ ঐশী মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। এ মতবাদে বলা হয়- বিধাতা বা স্রষ্টা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক স্রষ্টার প্রতিনিধি এবং তিনি তার কাজের জন্যে একমাত্র স্রষ্টার নিকট দায়ী, জনগণের নিকট নয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করো।

ঘ সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল্যায়ন করো।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶১৪ আবির ছুটির দিনে মায়ের সাথে শিশু পার্কে বেড়াতে যায়। সেখানে মায়ের বান্ধবী ফিরোজার সাথে দেখা হলে আবির তাকে সালাম দেয় এবং বাসায় বেড়াতে যেতে বলে। আবিরের আচার-ব্যবহারে ফিরোজা মুগ্ধ হন। কারণ তার সন্তানেরা এভাবে কাউকে সালাম দেয় না। এতে ফিরোজা উপলব্ধি করেন, তার সন্তানদেরকেও অবসর সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া উচিত। *◀শিখনফল-৩*

ক. বিভিন্ন ধরনের মৌলিক চাহিদা পূরণ পরিবারের কোন ধরনের কাজ? ১

খ. সমাজ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে পরিবারের কোন কাজগুলোর ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকে বর্ণিত কাজগুলো ছাড়া পরিবারের আরও কাজ রয়েছে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন ▶১৫ শিমুল বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে শহরে বসবাস করতে শুরু করেছে। বিয়ের আগে শিমুল তার বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচিসহ সবার সাথে থাকতো। তার পরিবারে দাদা প্রধান হওয়ায় তার কথামতোই অন্যরা চলত। *◀শিখনফল-৩*

ক. কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবার কত প্রকার? ১

খ. পরিবার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শিমুলের গঠিত নতুন পরিবার এবং তার আগের পরিবারের মধ্যে কোনটি তুমি পছন্দ করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'সময়ের দাবিতে পরিবারের বিভিন্ন কাঠামো গড়ে উঠেছে'— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

প্রশ্ন ▶১৬ রহিম ও করিম দুই বন্ধু। রহিমের পরিবারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত তার পিতাই গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে করিমের পরিবার এদিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। রহিম মা-বাবা, দাদা-দাদি ও অন্যান্য ভাই-বোনসহ একত্রে বসবাস করলেও করিম শুধু বাবা-মার সাথেই বসবাস করে। *◀শিখনফল-৩*

ক. পারিবারিক কাঠামো অনুযায়ী পরিবার কত প্রকার? ১

খ. সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেমন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রহিমের পরিবার হতে করিমের পরিবারের ভিন্নতার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে যে সব শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করা যায় তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶১৭ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা জাহিদ সাহেব স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়েসহ ঢাকায় থাকেন। একদিন হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছেলে ডাক্তার নিয়ে আসলো, মা ও মেয়ে রাত জেগে তার সেবা করলো। সকাল বেলা জাহিদ সাহেব অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন। পরিবারের সকলের সেবা পেয়ে তিনি প্রশান্তি লাভ করলেন। *◀শিখনফল-৩*

ক. কয়টি নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে? ১

খ. ই এম হোয়াইট পৌরনীতি সম্পর্কে কী সংজ্ঞা দিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জাহিদ সাহেবের পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাহিদ সাহেবের অসুখে ছেলেমেয়েদের সেবা করা পরিবারের কী ধরনের কাজ? বিশ্লেষণ করো। ৪

প্রশ্ন ▶১৮

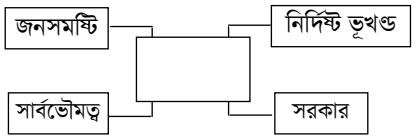

◀শিখনফল-৪ [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]

ক. Civis শব্দের অর্থ কী? ১

খ. বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর। ২

গ. উক্ত সংগঠনের জন্য সবকটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র দেহে প্রাণ সঞ্চার করে"— ছকটির আলোকে যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶১৯ বাংলাদেশ একসময় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এদেশবাসী অস্ত্র হাতে নেয়। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের পরাজিত করে প্রতিষ্ঠা করে একটি নতুন রাষ্ট্র। *◀শিখনফল-৫ [নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. কোনটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ? ১
খ. বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন মতবাদ প্রযোজ্য? নিরূপণ করো। ৩
ঘ. উক্ত মতবাদের সাথে সামাজিক চুক্তি মতবাদের কোনো ভিন্নতা আছে কি ? বিশ্লেষণ করো। ৪

প্রশ্ন ▶২০ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত এক সেমিনারে আলোচনায় মনির সাহেব বলেন, পৃথিবীতে সমগ্র সৃষ্টির মালিক একজন স্রষ্টা। এই হিসেবে বিধাতা বা স্রষ্টাই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। আরেক আলোচক নাঈম সাহেব এ বক্তব্যের সাথে একমত নন। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্র সৃষ্টির পেছনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে তিনি বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেন। *◀ শিখনফল-৫*

ক. রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান ? ১
খ. বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবারের ধরন লেখো। ২
গ. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মনির সাহেবের মতামতটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নাঈম সাহেবের বক্তব্যে ফুটে ওঠা মতবাদটিই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত—সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো। ৪

প্রশ্ন ▶২১ ষোড়শ শতাব্দীর দিকে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে আফগান নেতা শেরশাহ দক্ষিণ ভারত দখল করে নেন। আফগানরা ছিল কৌশলী যোদ্ধা। ফলে ভারতীয়রা খুব সহজেই তাদের যুদ্ধ কৌশলের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। আফগানরা 'যুদ্ধ কর, জয় কর' নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। *◀ শিখনফল-৫*

ক. সিভিটাস শব্দের অর্থ কী? ১
খ. বৈবাহিকসূত্রে পরিবার কত প্রকার? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আফগানদের সাথে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত কোন মতবাদের সাদৃশ্য রয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তোমার কাছে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত কোন মতবাদটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং কেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. Civics শব্দটির উৎপত্তি কোন কোন শব্দ থেকে?
ক Civis ও Civics খ Civics ও Civitas
গ Civis ও Civitas ঘ Civcs ও Civitas

২. 'চিরন্তন মাতৃসদন' বলা হয় কাকে?
ক রাষ্ট্র খ সমাজ
গ পরিবার ঘ বিদ্যালয়

৩. রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক সামাজিক খ অর্থনৈতিক
গ রাজনৈতিক ঘ সাংস্কৃতিক

৪. বহুপতি পরিবার কোথায় দেখা যায়?
ক আফ্রিকায় খ বাংলাদেশে
গ পাকিস্তানে ঘ ইরানে

৫. কোনটি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী?
ক আমলাতন্ত্র খ রাষ্ট্র
গ জনমত ঘ রাজনৈতিক দল

৬. আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান কী?
ক রাষ্ট্র খ সমাজ
গ পরিবার ঘ বিদ্যালয়

৭. 'রাষ্ট্রপূর্ব অবস্থায় মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। তারা আইন মেনে চলত এবং শান্তিপ্রিয় ছিল।' কে বলেছেন?
ক এরিস্টটল খ টি.এইচ.গ্রিন
গ জন লক ঘ রুশো

৮. 'প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও ঈর্ষাকাতর'-কে বলেছেন?
ক হবস খ লক
গ রুশো ঘ জেলেনিক

৯. পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ কোনটি?
ক সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা
খ শিষ্টাচার, সততা, ভয়, অনুরাগ
গ নিয়মানুবর্তিতা, সহানুভূতি, ক্ষোভ
ঘ রাগ, অনুরাগ, অনুযোগ, সহযোগিতা

১০. প্রাচীনকালে নগররাষ্ট্র কীভাবে গড়ে উঠত?
ক বড় বড় নগর নিয়ে
খ ছোট ছোট নগর নিয়ে
গ পঞ্চায়েতের সমন্বয়ে
ঘ দাস ও প্রজাদের নিয়ে

১১. রাষ্ট্রের স্থানীয় সংস্থা হলো—
i. ইউনিয়ন
ii. পৌরসভা
iii. সিটি কর্পোরেশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. রাষ্ট্র যে ধরনের ক্ষমতার অধিকারী—
i. স্বাভাবিক
ii. সার্বভৌম
iii. সর্বোচ্চ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. 'পরিবার একটি রাজনৈতিক সংগঠন'-উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণে বলা যায়—
i. পরিবার নেতৃত্ব শেখায়
ii. পরিবারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়
iii. পরিবারে রাজনৈতিক চেতনার জন্ম হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৪—১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাহাত যে দেশে বাস করে, তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরের সমন্বয়ে গঠিত। সে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। তার স্ত্রীর কোনো রাজনৈতিক অধিকার নেই। তার গৃহের ভৃত্যটি দেশের নাগরিক ছিল না।

১৪. অনুচ্ছেদে রাহাতের দেশের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে নিচের কোনটির?
ক জাতীয় রাষ্ট্রের খ নগর রাষ্ট্রের
গ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ঘ আধুনিক রাষ্ট্রের

১৫. রাহাতের দেশের সাথে মিল পাওয়া যায় নিচের কোন দেশের?
ক প্রাচীন গ্রিসের খ ভারতের
গ পাকিস্তানের ঘ থাইল্যান্ডের

১৬. রাহাতের সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে যেটা পাওয়া যায়—
i. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা
ii. বৈষম্যমূলক সমাজ
iii. প্রাচীন সমাজব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. অপ্রাপ্তবয়স্করা কোন অধিকার ভোগ করতে পারে না?
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ ধর্মীয় ঘ রাজনৈতিক

১৮. নাগরিকতার রূপ যে ধরনের হয়—
i. স্থানীয়
ii. জাতীয়
iii. আধ্যাত্মিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. মিয়াং চেঙ চীনা নাগরিক। তিনি ব্যবসায়িক কাজে বাংলাদেশে বাস করেন। তার ক্ষেত্রে বলা যায়—
i. ভোট দিতে পারবে
ii. নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না
iii. রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. পৌরসভার প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব ও পৌরসভা প্রদত্ত নাগরিক সুবিধাবলি সম্পর্কিত আলোচনায় নাগরিকতার কোন দিকটি প্রকাশ পায়?
ক স্থানীয় দিক খ জাতীয় দিক
গ আন্তর্জাতিক দিক ঘ আধুনিক দিক

২১. 'ক' একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হলো—
i. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা
ii. আইন মান্য করা
iii. সঠিক সময়ে কর প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. কয়েকটি একক পরিবার মিলে কোন ধরনের পরিবার গড়ে ওঠে?
ক বহুপতি খ বহুপত্নীক
গ যৌথ ঘ একপত্নীক

২৩. প্রদত্ত চিত্রটি থেকে বোঝা যায়—

i. একক পরিবার
ii. যৌথ পরিবার
iii. একপত্নীক পরিবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিমুল এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তারা চার ভাই-বোন, মা-বাবা, দাদা-দাদি, চাচা-চাচিসহ একত্রে বসবাস করে। কিন্তু শিমুল তার পরিবারে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় বলে পরবর্তীতে সে একক পরিবার গঠন করে।

২৪. শিমুল কোন ধরনের পরিবারে বাস করে?
ক একক খ যৌথ
গ মাতৃতান্ত্রিক ঘ পিতৃতান্ত্রিক

২৫. শিমুল একক পরিবার গঠন করে। কারণ—
i. একক পরিবারে অর্থনৈতিক ব্যয় নির্বাহ করা সহজ
ii. যৌথ পরিবারে অর্থনৈতিক ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন
iii. যৌথ পরিবার একটি আদর্শ পরিবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. কোন কাজটি বিনোদনমূলক কাজের আওতাভুক্ত?
ক আনন্দ-বেদনা ভাগাভাগি করা
খ শিষ্টাচারের শিক্ষা দেওয়া
গ কুটির শিল্প স্থাপন
ঘ গান বাজনা ও টিভি দেখা

২৭. রহমান সাহেব সম্প্রতি একটি কুটির শিল্প স্থাপন করেছেন। তার এই উদ্যোগ পরিবারের কোন কাজের আওতাভুক্ত?
ক শিক্ষামূলক খ অর্থনৈতিক
গ সাংস্কৃতিক ঘ মনস্তাত্ত্বিক

২৮. প্রদত্ত চিত্রে বোঝা যায়—

i. পরিবারের অবকাশমূলক কাজ
ii. চিত্তবিনোদনমূলক কাজ
iii. অর্থনৈতিক কাজ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক কীরূপ?
ক বিচ্ছেদ্য খ অবিচ্ছেদ্য
গ বিচ্ছিন্ন ঘ পরস্পর ঋণী

৩০. ঢাকাকে রাষ্ট্র বলা যায় না, কারণ—
i. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই
ii. নির্দিষ্ট সরকার নেই
iii. সার্বভৌমত্ব নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রে কেবল পুরুষরা প্রত্যক্ষভাবে শাসনকাজে অংশগ্রহণ করত বলে কেবল তাদেরই নাগরিক বলা হতো। তখন দাস, নারী ও বিদেশিদের এ সুযোগ না থাকায় তাদের নাগরিক বিবেচনা করা হতো না। কিন্তু বর্তমানে যে কোনো রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীরা সাধারণত নাগরিকের মর্যাদা পায়।
ক. সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন পরিবারের কোন ধরনের কাজ? ১
খ. পরিবার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. পৌরনীতি ও নাগরিকতার পরিসর বা বিষয়বস্তু আলোচনা করো। ৩
ঘ. নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলো পৌরনীতি ও নাগরিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ রাজ্জাক সাহেব এলাকার একজন বিত্তবান হিসেবে পরিচিত। তার সন্তানেরা উপার্জনক্ষম হয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে পরিবারে আরও সদস্য জন্ম নেয়। রাজ্জাক সাহেব তার প্রত্যেক সন্তানকে সমাজের উপযোগী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলেন।
ক. পৌরনীতিকে কোন ধরনের বিজ্ঞান বলা হয়? ১
খ. খুলনা রাষ্ট্র নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাজ্জাক সাহেবের পরিবারের উৎপত্তির বিষয়টি কীভাবে গ্রহণ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'রাজ্জাক সাহেব তার প্রত্যেক সন্তানকে সমাজের উপযোগী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলেন'- বাক্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ জাফর স্যার ক্লাসে বলেন, আমরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাগরিক। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি জাতিসংঘের সদস্য। এভাবে দেখা যায় বৃহৎ অর্থে আমরা প্রত্যেকেই জাতিসংঘের সদস্য। এর অর্থ হলো আমরা সবাই একটি ইউনিয়নের অধীনে বসবাস করছি। তাছাড়া স্যার আরও বলেন, তোমরা যারা পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টি পড়ছ তাদের পক্ষেই এ ধারণাটি বোঝা তুলনামূলক সহজ।
ক. কোনটি নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে? ১
খ. পৌরনীতি ও নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে জাফর স্যার পৌরনীতি ও নাগরিকতার কোন বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নাগরিক জীবনে উক্ত বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম- বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ ইশতিয়াক ও মিনহাজ নবম শ্রেণির ছাত্র। তাদের প্রথম দিনের ক্লাসে একটি বিষয় পড়াতে গিয়ে শ্রেণিশিক্ষক বলছিলেন, এ বিষয়টি মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। শিক্ষক আরও বললেন, নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রূপ, নাগরিকতার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়েও এ বিষয়টি আলোচনা করে। এ বিষয়ের অধ্যয়ন সুস্থ ও সুন্দর সমাজ জীবন গঠনে সাহায্য করে।
ক. গার্নারের সংজ্ঞার মধ্যে রাষ্ট্রের কয়টি উপাদান ফুটে ওঠে? ১
খ. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টির পরিধি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে এ বিষয়টির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫.▶ রমিজ মিয়া অল্প শিক্ষিত। তিনি মাঝেমধ্যে বেতারে কিংবা টেলিভিশনে সংসদ কার্যক্রম শোনেন ও দেখেন। কিন্তু তিনি এসব কার্যক্রমের কোনো গুরুত্বই বুঝতে পারেন না। নির্বাচনে ইচ্ছে হলে ভোট দেন কিংবা দেন না। দেশের প্রয়োজনে যে নিজেকে প্রস্তুত থাকতে হয় তাও তার অজানা।
ক. বাংলাদেশের আয়তন কত? ১
খ. নগররাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
গ. রমিজ মিয়ার কোন বিষয়ের জ্ঞানের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রমিজ মিয়ার দেশপ্রেম জাগ্রত করতে উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.▶ জনাব মাসুদ ও তার স্ত্রী দুজনই চাকরিজীবী হওয়ায় তাদের ৪ বছরের মেয়ে রিমিকে একটি ডে-কেয়ার সেন্টারে রাখেন। তারা ছুটির দিনগুলোতে চিত্তবিনোদনের জন্য সন্তানকে নিয়ে পার্ক, রেস্তোরাঁ বা স্টেডিয়ামে যান। এছাড়া

তারা রিমিকে গল্পের ছলে প্রাথমিক পাঠ, বিভিন্ন মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির শিক্ষাও দেন।

ক. পরিবার কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১
খ. পরিবারের একটি কাজ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব মাসুদের পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'জনাব মাসুদের পরিবারটি পরিবার ব্যবস্থার আদি কাজগুলোর পরিপন্থি'—তুমি কি এর সাথে একমত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭.▶ মাওলানা আবু সাঈদ এলাকার মসজিদের খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জুমার নামাজের খুতবায় বলেন, সৃষ্টিকর্তাই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আমরা সবাই ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁর নিকট দায়ী। কিন্তু হেলাল নামের একজন মুসল্লি খতিব সাহেবের কথায় একমত হতে পারেননি।

ক. জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার কী করতে পারে না? ১
খ. বলপ্রয়োগ মতবাদটি অযৌক্তিক, ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. হেলাল কেন খতিব সাহেবের কথায় একমত হতে পারেননি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মাওলানা সাহেবের উক্তিটি কতটুকু প্রযোজ্য? বিশ্লেষণ করো। ৪

৮.▶ রওনক নবম শ্রেণির ছাত্রী। তাকে অনেকগুলো বিষয় পড়তে হয়। পঠিতব্য বিষয়গুলোর মধ্যে রওনকের খুব ভালো লাগে একটি বিষয় যা নাগরিকের সামাজিক জীবন এবং একটি রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করে। তার ক্লাসে সুমাইয়া ম্যাডাম যখন সুন্দরভাবে নাগরিক অধিকার, কর্তব্য, সাম্য, স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন সে নাগরিক হিসেবে নিজেকে মূল্যায়নের চেষ্টা করে।

ক. সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথা কী? ১
খ. রাষ্ট্র গঠনে সরকারের গুরুত্ব কীরূপ ভূমিকা রাখে? ২
গ. উদ্দীপকের সুমাইয়া ম্যাডামের ক্লাস রওনককে আকৃষ্ট করে কেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শুধু রওনক নয় সকল নাগরিককেই এরূপ বিষয় অধ্যয়ন করা প্রয়োজন— তুমি কি একমত? ৪

৯.▶ হাসানের বড় ভাই মুনতাসির একজন শিক্ষক। তিনি ক্লাসে তার ছাত্রদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে সুনাগরিক হওয়া যায় তার সুস্পষ্ট ধারণা নিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজ দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়নে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক।

ক. সমাজের সংঘবদ্ধতার পেছনে সাধারণ উদ্দেশ্য কী? ১
খ. পরিবারের বিনোদনমূলক কাজ সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে ধারণা নেওয়ার জন্য মুনতাসিরের ছাত্রদের কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে— তুমি কি একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০.▶ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

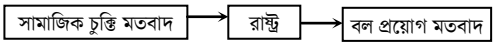

ক. বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রচলিত আছে? ১
খ. পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয় কেন? ২
গ. রাষ্ট্র গঠনে উপরিউক্ত মতবাদ দুইটির মধ্যে তুমি কোনটির পক্ষে সমর্থন দেবে এবং কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'বর্তমান রাষ্ট্র হলো বলপ্রয়োগ ও সম্মতির সমন্বয়'— উক্তিটি ছকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১.▶ নিচের ছকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক	খ
রাষ্ট্রের একটি উপাদান	চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত
তিনটি বিভাগ আছে	একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়	প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অভিন্ন

ক. ঐশী মতবাদকে কী মতবাদ বলা হয়? ১
খ. সমাজ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উপরের 'ক' ছকে কীসের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ৩
ঘ. 'ক' ছকের সাথে ছক 'খ' এর পার্থক্য নির্ণয় কর। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	গ	২	গ	৩	গ	৪	ক	৫	খ	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	ক	১০	খ	১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক
১৬	গ	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ক	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	খ